23-1-57

স্মার প্রাইভেট লিঃ
নিবেদিত

শেষ পরিচয়

পরিচালনা- **সুশীল মজুমদার**

কাহিনী ও গীত রচনা- **বিমল চন্দ্র ঘোষ**

সঙ্গীত- **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

পরিবেশক:- স্মার ডিষ্ট্রিবিউটারস প্রাইভেট লিঃ, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিঃ-১৩

স্পার প্রাইভেট লিমিটেডের প্রথম নিবেদন

শেষ পরিচয়

পরিচালনা : সুশীল মজুমদার

কাহিনী ও গীত রচনা : বিমল চন্দ্র ঘোষ

সঙ্গীত পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠ সঙ্গীত : লতা মুঙ্গেশকর ও হেমন্তকুমার

রূপায়ণে

ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, কানু বন্দ্যোঃ, বিকাশ রায়, বসন্ত চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোঃ, জীবেন বসু, জহর রায়, শ্যাম লাহা, বেচু সিংহ, কেষ্টধন, নৃপতি, প্রেমাংশু, চন্দ্রশেখর, খোকন, প্রীতি মজুমদার, শোভন, তারা, স্বরূপ, বেণু রায়, শৈলেন, ননী মজুমদার, শ্যামল, ভানু রায় ও বিপিন গুপ্ত (অতিথি)

এবং

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতি ঘোষ, মিত্রা বিশ্বাস, নমিতা সিংহ, ছায়া দেবী, নিভাননী, অপর্ণা দেবী, শান্তা দেবী ও সুধা মিত্র।

চিত্রশিল্পী – দেওজী ভাই
শব্দগ্রহণ—শিশির চট্টোপাধ্যায়
শিল্পনির্দেশ—সুনীল সরকার
সম্পাদনা —দুলাল দত্ত
স্থির চিত্র—সাংগ্রীলা
প্রচার—ক্যাপস্ (C A P S)

রূপসজ্জা—শৈলেন গাঙ্গুলী
প্রধান কর্ম্মসচিব— ভানু রায়
পটশিল্পী— কবি দাসগুপ্ত
হিন্দী গীত—শ্রীরাম
ব্যবস্থাপনা— শ্যামল চক্রবর্ত্তী ও বেনু রায়।

সহকারী বৃন্দ :—

চিত্রশিল্পী : তরুণ গুপ্ত, সত্য রায়। শব্দগ্রহণ : জগৎজিৎ দাস। শিল্পনির্দ্দেশ : রবি দত্ত। সঙ্গীত পরিচালনা : অমল মুখোপাধ্যায় সমরেশ রায়। সম্পাদনা : অনিত মুখার্জ্জি, হরিনারায়ণ মুখার্জ্জি। রূপসজ্জা : দুর্গা, অনাথ, কেদার। পরিচালনা : ননী মজুমদার, সুনীল বিশ্বাস, বি, চন্দর। ব্যবস্থাপনা : কানাই, হীরেন, অরুণ।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবোরেটোরীজ লিঃ এ পরিস্ফুটিত।

ইন্ডাস প্রেস এণ্ড পাবলিসিটি প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

সারসংক্ষেপ

সুরেশ্বর বাবু ধনী, কোলীয়ারীর মালিক একদিন মোটরযোগে কলিকাতা আসার সময়ে, পথিমধ্যে আত্মহত্যার জন্য উদ্যত একটি মেয়েকে উদ্ধার করিয়া বাড়ী লইয়া আসেন। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও মেয়েটির কোন পরিচয় জানা যায়না—সুরেশ্বর বাবুর পুত্র বিলেতে গিয়াছেন, পুত্রবধূ বাড়ীতেই থাকেন তাঁহার কাছে।—প্রতিবেশী মলয় বাবুর স্ত্রী কল্যাণী, পুত্রবধূ চিত্রার অন্তরঙ্গ বান্ধবী। কল্যাণী ও চিত্রার সঙ্গে আগত এই মেয়েটির ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিল। একদিন মেয়েটি কথায় কথায় নিজের নামটি বলিয়া ফেলিল ইহাদের কাছে। তাহার নাম মীনাক্ষি।

সুরেশ্বর বাবুর একমাত্র কন্যা উমা ছয়মাস পূর্বে মারা গিয়াছে। সুরেশ্বর বাবু ও স্ত্রী সান্ত্বনা দেবী কন্যাস্নেহে মীনাক্ষিকে পালন করিতে লাগিলেন। মীনাক্ষিও তাহার মধুর ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় সকলকে আপন করিয়া লইল।

অশোক একজন প্রতিভাশালী লেখক ও কবি। সুরেশ্বর বাবুর পরিবারের সঙ্গে তাহার অন্তরঙ্গতা বহুদিনের। মীনাক্ষির সঙ্গে অশোকের পরিচয়ের নিবিড়তা ক্রমশঃ অনুরাগে রূপ লইল। অশোক সুরেশ্বর বাবুর কাছে মীনাক্ষিকে গ্রহণ করিবার অনুমতি চাহিল। সকলেই সানন্দে এই ভাবী দম্পতিকে অভিনন্দন জানাইলেন।

অশোক-মীনাক্ষির বিবাহ-বাসরে পুলিশ সহ দুই ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া মীনাক্ষিকে 'মীরা' বলিয়া সনাক্ত করেন ও পূর্ব-বিবাহ গোপন করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করার

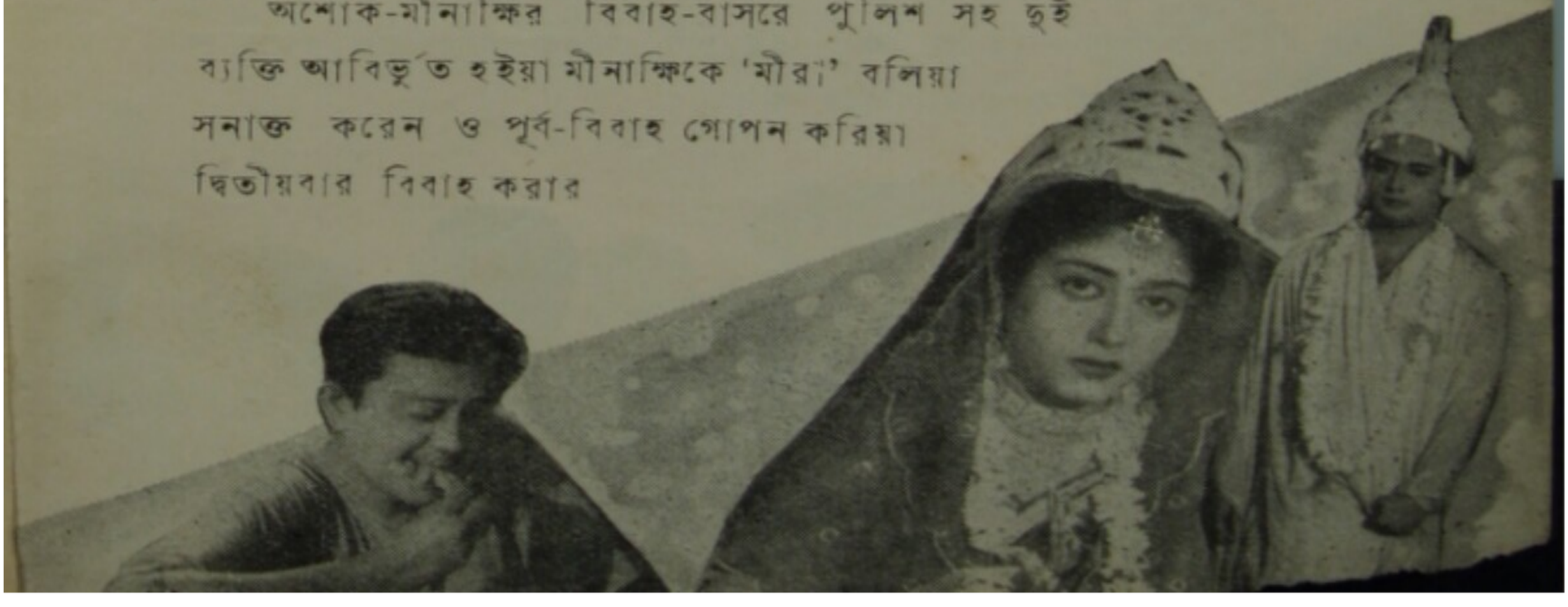

অভিযোগে গ্রেপ্তার করার দাবী জানান। এই দুই ব্যক্তির একজন পিতা রাঘব বাবু ও অপরজন স্বামী উৎপল রায় বলিয়া পরিচয় দেন। মীরা ওরফে মীনাক্ষি দায়রায় সোপর্দ্দ হইল। মীনাক্ষির মামা ত্রিলোচনকে মলয়ের বাড়ীতে আনা হইল, ত্রিলোচন মীনাক্ষিকে চিনিতে পারিলনা। কিন্তু কথায় কথায় মীনাক্ষির মুখে যে নামটি শোনা গেল সে ভুজঙ্গ, যাহার কাছে ত্রিলোচন তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল।

সকলের এ বিষয়ে কোন সন্দেহই রইলনা যে মীরা ওরফে মীনাক্ষি স্মৃতিবিভ্রম রোগে ভুগিতেছে। তাহার জীবনের ইতিহাস জানিতে রাঘব বাবুর বাড়ীতে গেলে রাঘব বাবু এই প্রথম জানিতে পারিলেন যে সে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল।

অশোক ও মীনাক্ষির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ফলে একদিন সকলের অলক্ষ্যে মীনাক্ষি আত্মগোপন করিল। কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল যে মীনাক্ষি বোম্বাই সহরে ফিল্মে নেপথ্য সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিতেছে। সংবাদ পাইয়া মলয় ও জিতেন বোম্বাই সহরে গিয়া মীনাক্ষির সহিত সাক্ষাত করিল, কিন্তু মীনাক্ষি বলিল সে তাহাদের চেনে না—এদিকে কে বা কাহারা অশোককে গুরুতর রূপে আঘাত করিয়াছে ও সেই সংবাদ সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছে। সংবাদ পাঠ করিয়া অশোককে দেখিতে আসিয়া মীনাক্ষি পুনর্বার গ্রেপ্তার হইল।

মীরা ওরফে মীনাক্ষির বিচার শুরু হইল। মীরার মা, মানে রাঘব বাবুর স্ত্রীর সাক্ষ্যে জানা গেল এই মেয়েটি মীরা নয় ও মীরা তাহার আপন সন্তানও নয়। তবে মীরা কে? মীনাক্ষি যদি মীরা না হয় তবে তাহার প্রকৃত পরিচয়ই বা কি? এই দুটি মেয়ের পরিচয়ের রহস্য শেষ পর্য্যন্ত জানা যাইবে কি???

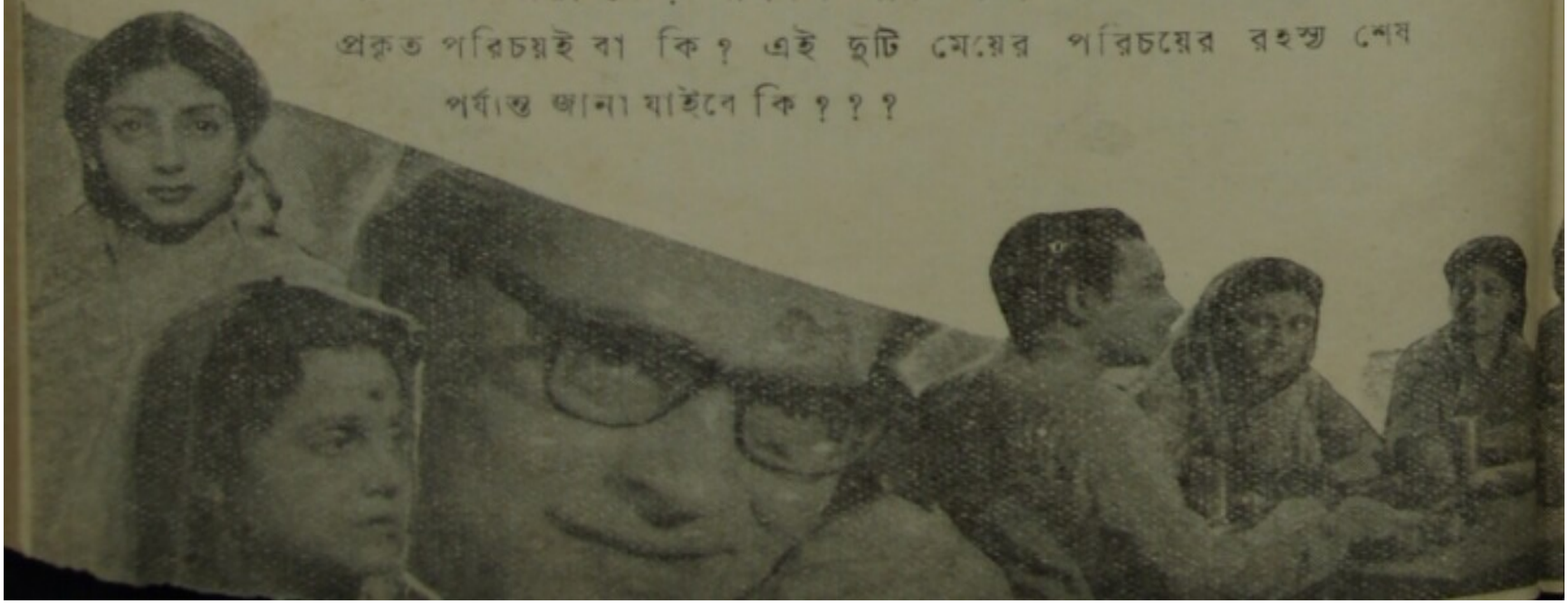

সঙ্গীতাংশ

॥ এক ॥

গোপীজন মন চোর গিরিধারী নাগর রাখো মিনতি রাঙা পায়।
প্রেম পরশ লাগি যুগ যুগ অনুরাগী অন্তর কাঁদে বেদনায় ॥
তুলসী কুসুম দলে রক্ত চরণ তলে পুলকিত তনু মন প্রাণ।
হে হরি মাধব দাও হে করুণা তব ঘুচাও বিরহ অভিমান ॥
যমুনা পুলিনে শ্যাম, মুরলীতে অবিরাম রাধা নামে সুর মুরছায়—
নীল জলদসম কুন্তল অনুপম শোভে তায় শ্যাম শিখি পাখা।
থির বিজুরী শিখা ললাটে চাঁদের টিকা বরতনু চন্দন মাখা ॥
দাও প্রভু দরশন তাপিত হে চিতমন, রাখো চরণে শ্যামরায় ॥

(লতা মুঙ্গেশকর)

॥ দুই ॥

পথ হারানো তেপান্তরে ছিলাম দিশাহারা,
কাজল মেঘে লুকিয়ে ছিল সন্ধ্যামণি তারা।

সেই সে গহন পথে
সুরের জয় রথে
গোপন প্রাণে বইয়ে দিলে মন্দাকিনী ধারা ॥
ঘুম ভাঙ্গানো রাতের বুকে ঝড়ের দোলা লাগা,
তোমায় পেয়ে জাগলো স্বপন আকুল নিশি জাগা।

অবাক চোখের চাওয়া
আনলো ফাগুণ হাওয়া
সন্ধ্যামণির দীপ জ্বালানো ভাঙলো মেঘের কারা।

(হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)

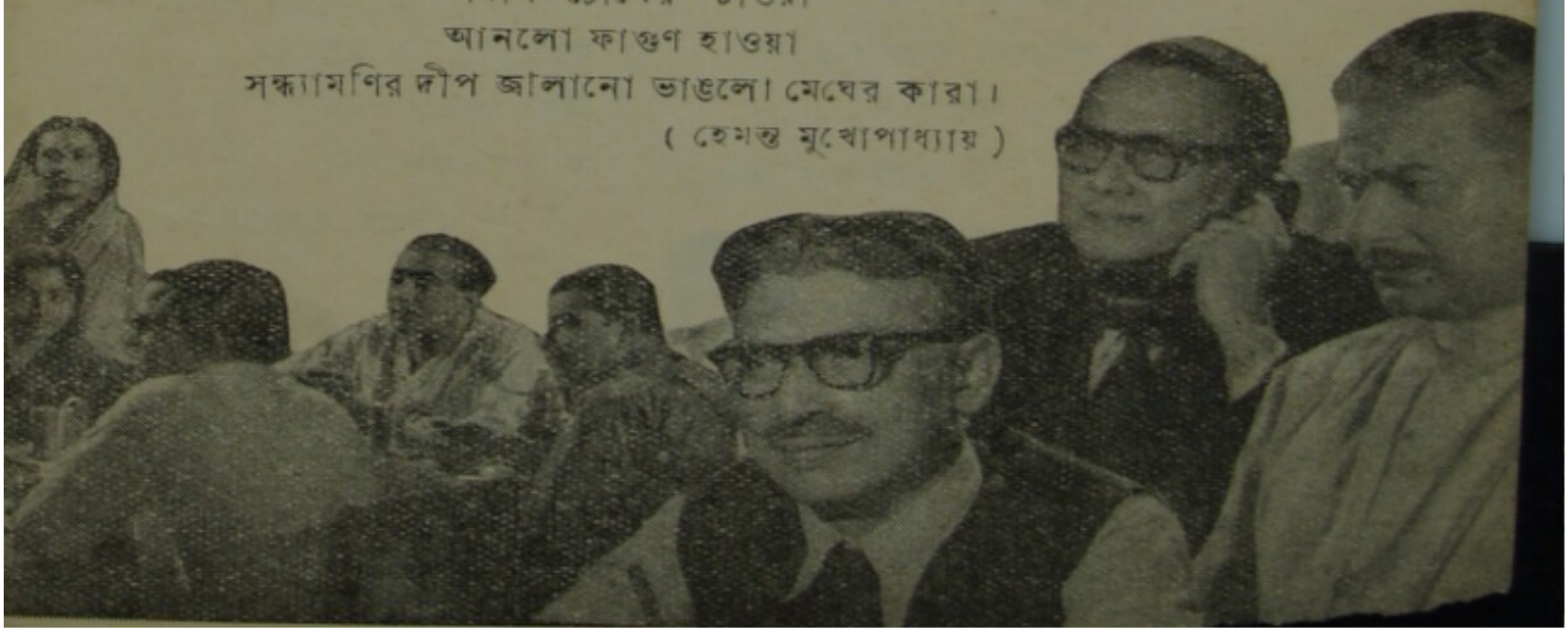

॥ তিন ॥

আমার আকাশ মেঘলা আজো তোমার আকাশ রাঙা।
সজল চোখে রাত কেটে যায় ফাগুণে ঘুম ভাঙা ॥
তোমার প্রেমে উজল যে গো ভোর আকাশের তারা।
গান যে আমার ঝড়ের পাখী শূন্যে দিশা হারা।
তাইতো সুরের স্বপ্নে কাঁপে চপল দুটি ডানা ॥
স্বপ্ন তোমার অরুণ আলো আমার যে গো রাতি।
কিসের টানে আজকে হ'লে আমার জীবন সাথী ?
আলোছায়ার দ্বন্দ্বে যে গো আমার যাওয়া আসা।
কেমন ক'রে রাখবো বুকে তোমার ভালবাসা।
তোমারি গান গাইছি তবু মন মানেনা মানা ॥

(হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)

॥ চার ॥

কত যে কথা ছিল
কত যে বেদনার
তোমায় কাছে পেয়ে
গহীন রাতে প্রিয়
আলোয় ঝলমল
সে পথে বেদনার
চকোরী কি যে চায়
সাগর বোঝে নাতো
ভেবেছি বলি বলি
জানিনা কত দূরে
সহসা ফুল বনে
অতনু ফিরে গেল

কত যে ছিল গান,
না বলা অভিমান
আকাশ হ'লো রাঙা,
সহসা ঘুম ভাঙা।
যে পথে নিয়ে চল,
হবে কি অবসান ?
চাঁদ কি জানে হায়!
নদীর কল তান।
হো'লনা তবু বলা,
হবে গো পথ চলা ?
ভ্রমর গুঞ্জনে
হানিয়া ফুল বাণ।

(লতা মুঙ্গেশকর।)

॥ পাঁচ ॥

ঝুম্ ঝুম্ কর গালে, মওজ মানালে,
ও মাতোয়ালে মনোয়া, দিন হায় বাহারকে।
সাবণ কী রুৎ আয়ী রঙ্গিলী মন মোরা লহরায়ে
দুর কাঁহি অম্বুয়াকি ডালি গীত কোয়েলিয়া গায়ে।
ঊমর ঘুমর কর আয়ে হায় বাদল কালে,
ও মাতোয়ালে মনোয়া দিন হায় বাহারকে।
মওসম লায়া রঙ আনোখা কলি কলি মুসকাই
গুণ গুণ বাজ রহী বাগিয়েঁামে ভঁওরো কী শাহনাই।
দেখ দেখ নয়োনোকী পেয়াস বুঝালে
ও মাতোয়ালে মনোয়া দিন হায় বাহারকে।

(লতা মুঙ্গেশকর)

॥ ছয় ॥

চল্ এইসী জাহা আায় দিল্
যাঁহা জুলম্ সীতম না হো,
যাঁহা চরণ মিলে তুঝ্কো ॥
বেদর্দ্দ হায় জমানা,
তেরা সাথ কোন দে গা ?
তেরে গমকী দাস্তাঁকো কোই নেহি শুনেগা।
সিনেমে দাবালে তু
কুছ গমকী ফাশানে কা
কহনা মা জমানে কো
দুনিয়ানে আজ তুঝ্সে
বদলী হায় যব নিগাহে
তু ভী জেরা বদল দে এ জিন্দেগী কী রাহে।
তগদীর বনী দুষমন
যব তেরে মিটানে কো
ঘর তেরা জালানে কো ॥

(লতা মুঙ্গেশকর)

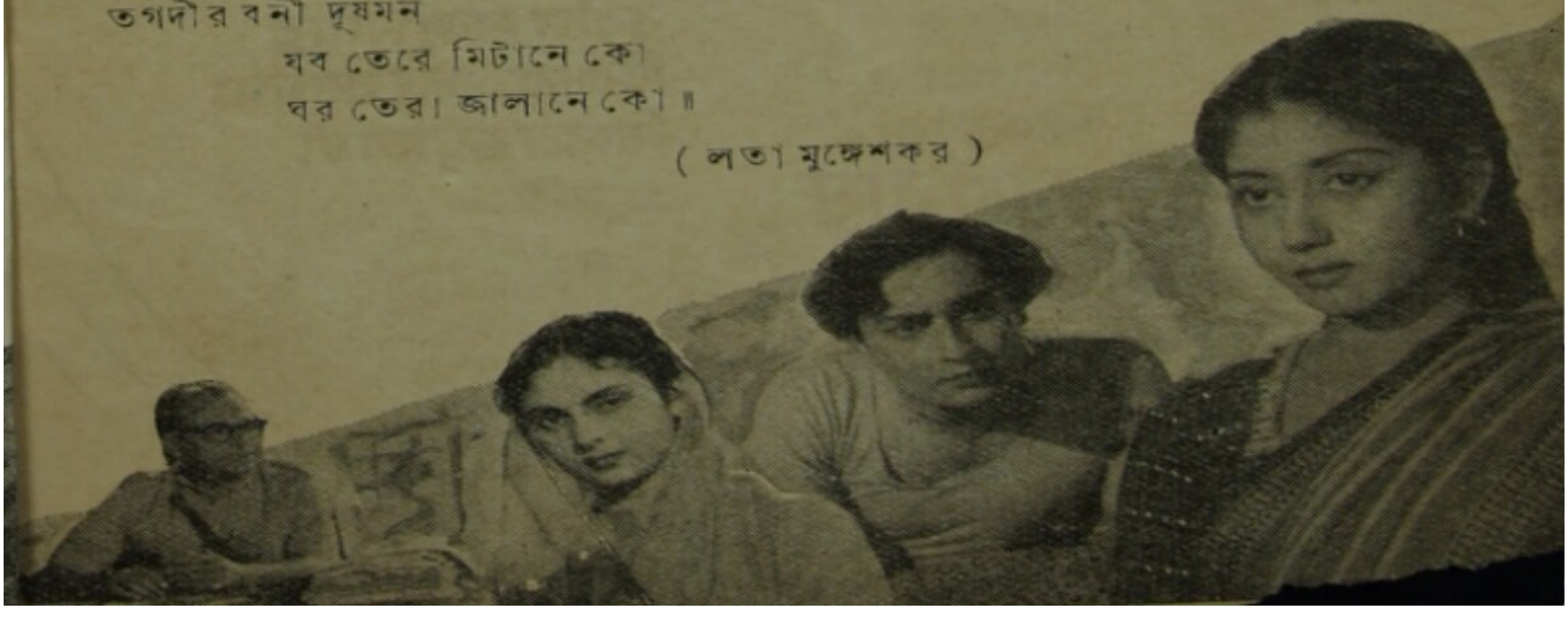

আমাদের পরবর্তী আকর্ষণ!

নতুন প্রভাত

রূপায়নে
সন্ধ্যারাণী
সাবিত্রী · তপতী
অপর্ণা · ছবিবিশ্বাস
পাহাড়ী · অসিতবরণ
রবীন মজুমদার
বিকাশ · ভানু বন্দ্যোঃ
নীরেন ভট্টাচার্য্য
প্রভৃতি

কাহিনী
চিত্রনাট্য ও
পরিচালনা ·
বিকাশ রায়

সঙ্গীত ·
নচিকেতা ঘোষ